BANCHTE SHEKHA

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮ - ২০১৯

প্রোগ্রাম হাইলাইট

বাচঁতে শেখা

শহীদ মশিউর রাহমান রোড

আরবপুর, যশোর

বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

এই প্রতিবেদনটি জুলাই 2018 থেকে জুন 2019 এর সময়কালের জন্য।। এই বছরের মধ্যে বাচঁতে শেখা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে এবং এর কার্যকরী অঞ্চলে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সেবা করেছে। এই বছরের মধ্যে আমাদের অনেক ভাল জিনিসের আকাঙক্ষা এবং অর্জন রয়েছে এবং প্রক্রিয়াধীন কয়েকটি নতুন প্রকল্প পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাচঁতে শেখার সাথে থাকার জন্য দাতারা এবং আমাদের ভাল বন্ধু এবং আমরা আরও বেশি সুবিধার জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে আমরা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিশেষত সরকার, দাতা এবং সিভিল সোসাইটি সদস্য এবং বাচঁতে শেখার কার্যনির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন প্রশংসার যোগ্য।

ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা সহ -

ড: অ্যাঞ্জেলা গোমেস
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
বাচঁতে শেখা
শহীদ মশিউর রাহমান রোড
আরবপুর, যশোর - ৭৪০০
বাংলাদেশ

বিএস বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ
এক নজরে 2018 - 2019 এর সময়কালে

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	দাতার নাম	মন্তব্য	পৃষ্ঠা নম্বর
১	Social Initiative for Promoting Security and Rights of Women and Girls (SIPSRWG) project / (মহিলা এবং মেয়েদের সুরক্ষা এবং অধিকার প্রচারের জন্য সামাজিক উদ্যোগ)	DFID and MJF	প্রকল্প চালু আছে	৫ - ৭
২	Knowledge on Inclusive Sextuality and Health Rights (KISHORI) / নলেজ অন ইনক্লুসিভ সেক্সুয়ালিটি এন্ড হেল্‌থ রাইটস (কিশোরী)	LF-DRRA country program	প্রকল্প চালু আছে	৮ - ৯
৩	Promiting Rights and Inclusion Children with Disability (PRICD) / প্রোমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন চিলড্রেন উইথ ডিজএ্যাবিলিটি (পিআরআইসিডি) ।	LF-DRRA country program	প্রকল্প চালু আছে	৯ - ১০
৪	Activitinh an Engaging Government and Pople in Partnership Project (AEP) / এ্যাকিটিভিটিং এন্ড এনগেজিং গর্ভারমেন্ট এন্ড পিউপিল ইন পার্টনারশীপ প্রজেক্ট (এইপি)	TLMIB	প্রকল্প চালু আছ	১১ - ১২
৫	Breast Cancer Care project / ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার কেয়ার প্রজেক্ট।	Associazione di per siwa, Italy	প্রকল্প চালু আছ	১২ - ১৩
৬	BS – Education for Under Previdladge Children Education Project / বিএস-এডুকেশন ফর আন্ডারপ্রিভিলিজড চিলড্রেন এডুকেশন প্রজেক্ট।	Associazione di per siwa, Italy	প্রকল্প চালু আছ	১৪ - ১৫
৭	Center for Rehabilation Program for the Disable Project / সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজাবল্ড প্রজেক্ট	Associazione di per siwa, Italy	প্রকল্প চালু আছ	১৬ - ১৭
৮	Strengthning and Promoting Active Citizenship in Bangladesh / স্ট্রেনদেনিং এন্ড প্রমোটিং একটিভ সিটিজেনশীপ ইন বাংলাদেশ	The Asia Foundation	প্রকল্প শেষ	১৭ - ১৯
৯	BS – Pre-Education / বাচঁতে শেখা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	BRAC	প্রকল্প চালু আছ	২০ - ২৩
১০	BS – Legal Aid and Literacy / লিগ্যাল এইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসি	Associazione di per siwa, Italy	প্রকল্প চালু আছ	২৩ - ২৪
১১	Sustainable Aquaculture and Nutrition Activity (SANA) project / টেকসই জলজ পালন ও পুষ্টি ক্রিয়াকলাপ (সানা) প্রকল্প	WorldFish	প্রকল্প শেষ	২৫ - ২৬
১২	Creative opportunity for computer education for disadvantaged people / সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কম্পিউটার শিক্ষার সৃজনশীল সুযোগ	BS – Own Fund	প্রকল্প চালু আছ	২৬ -২৭
১৩	BS – IGA and Livelihood Project and ITRAD	BS – Own Fund	প্রকল্প চালু	২৭ - ২৮

	/ আইজিএ / জীবিকা নির্বাহ প্রকল্প		আছ	
১৪	Micro Finance Program **ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯**	BS – Own Fund	প্রকল্প চালু আছ	২৯ - ৩২
১৫	Promoting Peace and Justict (PPJ) Activity **/ প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস (পিপিজে) এ্যাকটিভিটি, গাজীপুর**	DI & USAID	প্রকল্প জুলাই 2019 থেকে শুরু	৩৩ - ৩৮

বাচঁতে শেখা

ভিশণঃ বাঁচতে শেখা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করছে, যেখানে গ্রামীন পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে এবং সামাজিক সৌহার্দ্য, শান্তি, ন্যায়-বিচার এবং পরিবেশের ভারসম্য বজায় থাকবে ।

মিশনঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে গ্রামীন পিছিয়ে পড়া দরিদ্র নারীদের উন্নত জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি আইনগত এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে তাদেরকে সচেতন করে তোলা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সহায়তা বিধানে কাজ করা ।

লক্ষিত জনগোষ্ঠিঃ গরীব, অসহায়, প্রন্তিক, অতিদরিদ্র, ভাগ্যাহত, অধিকার বঞ্চিত, নির্যাতিত নারী ও শিশু যারা অনেক বেশী অবহেলিত ও বঞ্চনার শিকার ।

(০১)

প্রকল্প: মহিলা এবং মেয়েদের সুরক্ষা এবং অধিকার প্রচারের জন্য সামাজিক উদ্যোগ ।

প্রকল্পলক্ষ্য :বৈষম্য হ্রাস এবং সম্পদের উপর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

প্রত্যক্ষ সুবিধা ভোগী :প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী ১০,০০০। তারা হলেন মহিলা, পুরুষ,বালক এবং বালিকা।

প্রধানঅংশীদার :স্টেকহোল্ডাররা হলেন মূলতস গ্রামীণ নেতা, ইউপি, ইউপিজেডের জেলাসংস্থা, জেলাপ্রশাসন, স্বাস্থ্যবিভাগ, আইন ও প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি, বিচারবিভাগ, মহিলাবিষয়্ বিভাগ, সমাজকল্যাণ বিভাগ, শিক্ষক, মিডিয়া, ধর্মীয় নেতা এবং সমমনা বেসরকারী সংস্থা।

মোটবাজেট :বিডিটি ২,৯৪,০১,৪১৩

ফলাফল:

- মহিলা ও মেয়েদের ন্যায় বিচার এবং চিকিৎসা পরিষেবাতে প্রবেশের অধিকার বৃদ্ধি করা ।
- প্রকল্প লক্ষ্যযুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষত মহিলা, মেয়ে, পুরুষ এবং ছেলেরা, মহিলাদের অধিকার এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সংবেদনশীল হওয়া ।
- মহিলারা আয়ের উৎসের সুযোগ , নিজস্ব কর্মসংস্থান এবং আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি।
- আইজি এর সাথে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে মহিলা এবং মেয়েদের সম্পদের উপর আর্থিক সক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করন।

কর্মক্ষেত্র:

জেলারনাম	উপজেলারনাম	ইউনিয়নেরনাম	গ্রামেরনাম
যশোরে	যশোরে সদর	নয়াপাড়া এবং হাযবতপুর	২৪
যশোরে	চৌগাছl	নারায়ণপুর এবং সরুপদহ	২৪
যশোরে	বাঘারপাড়া	বসুয়ারি এবং জামদিয়া	২৪
নড়াইল	নড়াইলসদর	কলোরা এবং শেখাটি	২৪

অর্জনসমূহ (ফেব্রুয়ারি - জুন২০১৯)

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
১	উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প ওরিয়েন্টেশন /প্রকল্প সূচনা সভা	৪	৪	প্রকল্পের অংশীদারদের অভিমুখী করতে
২	প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন /কর্মীদের জন্য প্রকল্প সূচনা সভা	১	১	প্রকল্পের কর্মীদের অভিমুখী করতে
৩	গ্রাম পর্যায়ের মহিলা দল গঠন ও সভা	৩৮৪	৩৮৪	সচেতনতা এবং সচলতা বাড়াতে

৪	গ্রাম স্তরের কিশোর এবং যুব দল গঠন এবং সভা	১৯২	১৯২	বাল্যবিবাহ রোধ ও বন্ধে তাদের সচেতন এবং সক্রিয় করতে
৫	গ্রামীণ স্তরের পুরুষ / পত্নী গোষ্ঠী গঠন এবং সভা	১৯২	৯৬	সচেতন এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল করতে
৬	উপজেলা সামাজিক সহায়তা গোষ্ঠীগুলির সাথে ত্রৈমাসিক সভা পরিচালনা	৮	৮	প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা
৭	ইউনিয়ন সোশ্যাল সাপোর্ট গ্রুপের বৈঠকের সাথে ত্রৈমাসিক সভা পরিচালনা	১৬	১৬	প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা
৮	ইউনিয়ন আইনী সহায়তা কমিটির সাথে ত্রৈমাসিক সভা পরিচালনা	১৬	১৬	কমিটি আরও সক্রিয় করতে
৯	এনএনএনসির সাথে ত্রৈমাসিক বৈঠক	১৬	১৬	কমিটি আরও সক্রিয় করতে
১০	নির্বাচিত কিশোর-কিশোরী বালক ও বালিকাদের বাল্য বিবাহ, শিশু অধিকার এবং ঠঅড সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে অগ্রগতি	১২০০	১২০০	কিশোর গ্রুপের সদস্যরা
১১	মহিলা গ্রুপের সদস্যদের জন্য জেন্ডার, মহিলা অধিকার এবং ঠঅড সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৯২	১৯২	
১২	এসএমসি সদস্যদের জন্য বাল্য বিবাহ, লিঙ্গ, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৫২	৫২	বাল্যবিবাহ, লিঙ্গ, প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে এসএমএস সদস্যকে নির্দেশিত করা
১৩	বাল্য বিবাহ, লিঙ্গ, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়গুলিতে আলোকপাত করে এসএমসির সাথে ত্রৈমাসিক বৈঠক	০৮	০৮	বাল্যবান্ধব বান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং বাল্য বিবাহ রোধে এসএমএসকে আরও সক্রিয় করা
১৪	রাম পর্যায়ে স্বামী, স্ত্রী, শাশুড়ী এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন সভা	১৯২	১৯২	পরিবারের সদস্য এবং দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সাধারণ বোঝাপড়া জোরদার করা।
১৫	আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ঠঅড নির্মূলের আন্তর্জাতিক দিবস এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন	০২	০২	আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস 2019
১৬	আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ, মানববন্ধন, স্মারকলিপি, ধাপে ধাপ, সংবাদ সম্মেলন, ঠঅড সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেস তদন্ত, যৌতুকমুক্ত / বাল্য	০১	০১	ধর্ষণ করার পরে ত্রিশার মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

	বিবাহ মুক্ত গ্রাম			
১৭	ক্ষতিগ্রস্থ মহিলাদের জন্য স্যালিশ সেশনের ব্যবস্থা করুন	০	৭৬	সম্প্রদায়ের লোকেরা কমিউনিটি স্তরে সালিশ
১৮	নড়াইলে কিশোর ফোরামের সুবিধা (গার্লস ফুটবল দল)	২৮	২৮	ফুটবল কোচিংয়ের জন্য দরিদ্র পরিবারগুলির ২৮ কিশোর-কিশোরী
১৯	স্কুল / কলেজ অধিবেশন / অভিভাবক ও শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের সমাবেশ	০৮	০৮	কিশোর-কিশোরী ছেলে-মেয়েদের শিশু অধিকার, বাল্য বিবাহ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
২০	রেজিস্টার, সাংবাদিক, শিক্ষক, ইমাম, কাজী, ঘাতোকের সাথে নেটওয়ার্কিং সভা	০৪	০৪	বাল্য বিবাহ এবং মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন রোধে সম্মিলিত উদ্যোগকে জোরদার করা।
২১	বাল্য বিবাহ বন্ধ হয়েছে	৩০	৩০	কমিউনিটি উদ্যোগ এবং সরকারের মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগ।

(০২)

প্রকল্পের নাম: নলেজ অন ইনক্লুসিভ সেক্সুয়ালিটি এন্ড হেল্‌থ রাইটস (কিশোরী)

প্রকল্পের লক্ষ্য: যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও এ ইসুতে কিশোরী প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সক্ষম করে তোলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়:সন্ধিকাল সর্ম্পকিত শিক্ষা ও চাহিদা সম্পর্কে প্রতিবন্ধী কিশোরী, অভিভাবক ও সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও প্রতিবন্ধী কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ তৈরী করা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	তথ্য সংগ্রহ করা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ০১ বার	০১ বার	০১ বার	
০২	তথ্য সংগ্রহকারীর জীবন বৃত্তান্ত গ্রহণ করা			
০৩	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা	১৪ জন	১৪ জন	
০৪	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ করানো	১৪ জন	১৪ জন	
০৫	কমিউনিটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা	৭৬০ জনের	৭৬০ জনের	
০৬	আইআরপি তৈরী করা	৩৮০ জনের	০	
০৭	সেবাপ্রদানকারীদের চাহিদা নিরুপন করা	০১ বার	০১ বার	
০৮	মাষ্টার ট্রেইনার দল তৈরী করা	০১ টি	০	
০৯	মাষ্টার ট্রেইনার দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ করানো	০১ বার	০	
১০	প্রারম্ভিক কর্মশালা করা	০২ টি	০	
১১	বিভিন্ন দিবস পালন করা	০২ টি	০৭ টি	১৭৮১ জন
১২	স্টেকহোল্ডারদের সাথে মিটিং করা	০১ টি	০১ টি	২৪ জন
১৩	এসপিও - পিও মিটিং করা	০২ টি	০২ টি	
১৪	সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করা	১০ বার	২০ বার	
১৫	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করা	১০ টি	১০ টি	
১৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করা	১০ টি	১২ টি	

(০৩)

প্রকল্পের নাম: প্রোমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন চিলড্রেন উইথ ডিজএ্যাবিলিটি (পিআরআইসিডি) ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী শিশুদের সর্বস্তরে অংশগ্রহনের মাধ্যমে অধিকার পাওয়া ও ক্ষমতায় বৃদ্ধি করা যশোর পৌরসভার মধ্যে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক সামর্থ বৃদ্ধি করে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহন বাড়ানো।
২. প্রতিবন্ধী যুবাদের আইজিএ - এর মাধ্যমে পরিবারের আয় বাড়ানো।
৩. প্রতিবন্ধকতা দুর করে মুল স্রোতধারায় অংশগ্রহন করানো।
৪. বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকার/ প্রাপ্ত সুবিধা বুঝে নেওয়া।
৫. প্রতিবন্ধী কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিষয় সমূহ জানবে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ।
৬.

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করা	৬০টি	৬০ টি	
০২	কোচিং ফি প্রদান করা	৪০ টি শিশুকে	৪০ টি শিশুকে	
০৩	শিক্ষা উপকরন প্রদান	১৫ জন	২০ জন	
০৪	ফলোয়াপ ও যোগাযোগ করা শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য, লোকাল এলিড, ধর্মীয় নেতা, অনান্যদের সাথে	৪০ জন	৪০ জন	
০৫	মিটিং করা শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য	১৫ টি	১৫ টি	২০৬ জন
০৬	শিক্ষা বিভাগের সাথে কর্মশালা করা	০১ টি	০১ টি	১৮ জন
০৭	উদ্বুদ্ধকরন সেশন করা ০৫টি স্কুলে	২০ টি	২০ টি	৭৩১ জন
০৮	উই রিং দি বেল	০১ টি	০১ টি	৪০৬ জন
০৯	প্রতিবন্ধীদের আইজিএ ফলোয়াপ করা	১০ বার	১০ বার	০৫ জনকে
১০	এ্যাডভোকেসি মিটিং করা	০১ টি	০১ টি	
১১	কেস স্টোরি তৈরী করা	১০ টি	১২ টি	+ ০২ টি
১২	ফলোয়াপ আইজিএ	১০ টি	১০ টি	
১৩	আইআরপি তৈরী করা	১০০ টি	১১০ টি	শিশু

১৪	প্রতিবন্ধী শিশুদের ফলোয়াপ করা বাড়ীতে	১০০ টি	১১০ টি	পরিবার
১৫	সেবাপ্রদান কারীদের সাথে এ্যাডভোকেসি করা	০৫ বার	০৫ বার	
১৬	জাতীয় সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সাথে মিটিং করা	০৫ টি	০৫ টি	
১৭	উঠান বৈঠক করা	২৫ টি	২৫ টি	৩৯৪ জন
১৮	বিভিন্ন দিবস পালন	০২ টি	০৭ টি	+ ০৫ টি
১৯	নিরাপত্তা বেষ্ঠনি বলায় তৈরীর লক্ষ্যে মিটিং করা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সাথে	০১ টি	০২ টি	+ ০১ টি
২০	ধর্মীয় নেতাদের সাথে কর্মশালা করা	০১ টি	০১ টি	১৮ জন
২১	ভিএডব্লুডি গ্রুপ মিটিং	০৯ টি	০৯ টি	
২২	রিসোর্স ম্যাপিং	০১ টি	০১ টি	
২৩	সেবা প্রদানকারী সনাক্তকরন করা	০১ বার	০১ বার	
২৪	শিক্ষা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা	০৫ বার	০৫ বার	
২৫	বিভিন্ন সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ করা	০৫ বার	০৫ বার	
২৬	বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকা জরিপ করা	১০ টি	১০ টি	
২৭	কর্মীদের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা (ট্রেনিং)	০৩ টি	০৩ টি	ডিআরআরএ
২৮	এসপিও - পিও মিটিং করা	০৩ টি	০৩ টি	ডিআরআরএ
২৯	নলেজ ফেয়ার অন ডিজএ্যাবিলিটি ইসু	০১ টি	০১ টি	ডিআরআরএ
৩০	কমিউনিটি বেইজ রিহ্যাবিলিটেশন ট্রেনিং	০১ টি	০১ টি	ডিআরআরএ

(০৪)

প্রকল্পের নাম: এ্যকিটিভিটিং এন্ড এনগেজিং গর্ভারমেন্ট এন্ড পিউপিল ইন পার্টনারশীপ প্রজেক্ট (এইপি) ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: লেপ্রসি আক্রান্ত ব্যাক্তিদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: যীশু খ্রীষ্টের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল লেপ্রসিরোগে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের ক্ষমতায়ন, অধিকার জীবন যাত্রার পরিপূর্ণ মান উন্নয়ণ ঘটানো।

প্রকল্প ভিত্তিক উদ্দেশ্য:

১. লেপ্রসিতে আক্রান্ত ব্যাক্তি যাহাতে সহজে, যথাসময়ে, গুনগত ও সমন্বিত সেবা পায় তার ব্যবস্থা করা।
২. লেপ্রসি আক্রান্ত সমাজ থেকে চ্যুত ব্যাক্তিদের সমাজের মুল স্রোতধারায় ফিরায়ে আনা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটানো।
৩. দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ এর এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সরকার ও জনগনের মধ্যে অংশিদ্বারিত্ব সৃষ্টি করে মুলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনা।
৪. দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ ও পাটনার সংস্থার মধ্যে অংশিদ্বারিত্ব, ভাগাভাগি, শিক্ষণীয় বিষয় ও ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের স্টাফদের দক্ষতা বাড়ানো ওরিয়েন্টেশন	০৫ টি	০৫ টি	
০২	কমিউনিটি ক্লিনিক - এ সেশন পরিচালনা করা লেপ্রসি রোগী সনাক্ত করার লক্ষ্যে	১০ বার	০৯ বার	
০৩	টিএলসিএদের সাথে লেপ্রসি রোগী ফলোয়াপ করা	৫ বার	৮ বার	+ ৩ বার
০৪	কন্ট্রাট সার্ভে	২০০০পরিবার	৪১০৯ পরিবার	২১০৯ পরিবার
০৫	স্কিন ক্যাম্প করা লেপ্রসি রোগী সনাক্ত করার জন্য	০৩ টি	০৪ টি	
০৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেপ্রসি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন করানো (মেডিকেল কলেজ ও নাসিং ইনস্টিটিউশন)	০৩	০৪	+ ০১ টি
০৭	দিবস পালন (বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস)	০১	০৩	৭৬৮ জন
০৮	সমাজ সেবা অফিসের সাথে যোগাযোগ করা	০১	০২	
০৯	প্রশিক্ষণ প্রদান সমাজসেবা অধিদপ্তার এর সাথে	০১	০	
১০	যৌথভাবে উপজেলা/ জেলা কর্মকর্তাদের সাথে লেপ্রসি রোগী মনিটরিং করা	০২ বার	০১ বার	
১১	লেপ্রসি রোগীদের সহযোগিতা (প্রদান ভাউচার স্কিম)	প্রয়োজন মত		
১২	সহায়ক উপকরন প্রদান লেপ্রসি আক্রান্ত রোগীদের	প্রয়োজন মত		
১৩	লেপ্রসি আক্রান্ত রোগীদের জুতা প্রদান করা	১০ জনকে	১০ জনকে	
১৪	লেপ্রসি ম্যাসেজ সমন্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন করা	০১ টি	০১ টি	

(০৫)

প্রকল্প : ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার কেয়ার প্রজেক্ট ।

প্রকল্প এলাকা: যশোর - যশোর সদও ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. সপ্তাহে ২দিন সমাজের সকল শ্রেনীর মহিলাদের বিশেষ করে প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সেবা প্রদান করা।

২. চেকআপ এর মাধ্যমে ব্রেস্ট কেয়ার সম্পর্কে সচেতন করা।

৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার দ্বারা রোগীদের রোগের সুপরামর্শ ও চিকিৎসা দেওয়া।

৪. বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট এবং অপারেশন এর সু-ব্যাবস্থা করা।

৫. চিকিৎসারত রোগীদের সাথে স্বার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

প্রকল্পের বর্ণনা: ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার এক ধরনের ঘাতক ব্যাধি, যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ব্রেস্ট/স্তন সেল বা টিস্যুর স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি ঘটিয়ে দেয়াকে ক্যান্সার হিসাবে অখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বজুড়ে নারীদের হাতে মৃত্যু পরোয়ানা তুলে দিচ্ছে যে রোগগুলো তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার। বাংলাদেশের ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ১৭% ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত। ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত সকল নারীরাই ক্যান্সারের উপসর্গ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না হবার কারণে, ব্রেস্ট/স্তন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে অনীহার কারণে এবং নিজেদের ও পরিবারের মানুষের অবহেলার কারণে তাদের রোগকে প্রতিরোধযোগ্য পর্যায় থেকে মরণঘাতী পর্যায়ে নিয়ে যান। অনেক সময়েই সময়মত চিকিৎসা না নেয়ার কারণে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে শরীরের অন্যান্য অংশে

এবং রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার জন্য। বিশ্বে প্রতি বছর ৫ লাখ নারী ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারে মারা যায়। আর বাংলাদেশে প্রতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হয় ২২ হাজার নারী এবং মারা যাচ্ছে ১৭ হাজার নারী। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ৯০% ক্ষেত্রেই সচেতনতা ও সময়মত চিকিৎসা বাঁচিয়ে তুলতে পারে রোগীকে এবং দিতে পারে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন।

নারীদের নিজেদের ব্রেস্ট/স্তন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের দেশের নারীরা নানা কারণে নিজেদের এ ধরণের রোগ সম্পর্কে এমনকি স্বামীকেও বলতে চাননা, অন্য কাউকে তো নয়ই। সতর্ক ও আন্তরিক হলে এ রোগের প্রতিরোধ ও আরোগ্য সম্ভব প্রাথমিক অবস্থায় ব্রেস্ট/স্তন টিউমার ও ক্যান্সার ধরা পড়লে ৮০-৮৫% রোগীকে চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য করা সম্ভব। বাংলাদেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে 'ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার' অন্যতম। জরায়ু (পধ-পবৎারী) ক্যান্সারের পর 'ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার'-এর অবস্থান দ্বিতীয়। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটির প্রকোপ ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। শুরুতে রোগ ধরা পড়লে এবং দ্রুত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দুঃখজনক, আমাদের দেশে অধিকাংশই অনেক বিলম্বে হাজির হয় এবং চিকিৎসার আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। এ জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। রোগ ছড়িয়ে পড়লে রোগমুক্তির সম্ভাবনা কমে যায় এবং ভোগান্তি বেড়ে যায়। আর্থিকভাবে অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি কথা না বললেই নয়। ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার শুধু মেয়েদের নয়। পুরুষও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শুরুতে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার ধরা পড়লে রোগ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই Early diagnosis -এর জোর দিতে হবে। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ব্রেস্ট/স্তন পরীক্ষা করতে পারে। 'self breast examination করে কোনো চাকা/পিন্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়লে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে সঠিক সময়ে চিকিৎসা করালে রোগী ভালো থাকবে। যে কোন ধরনের ক্যান্সারের ফলে দেহের কোষগুলো বাড়তে থাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কোষগুলো দেহের ভেতর অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকে। একইভাবে ব্রেস্ট/স্তন যখন এভাবে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি চলে, মানে ক্যান্সারের সূচনা ঘটে, তখন ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারের সূচনা হয়। ব্রেস্ট/স্তন রয়েছে তিনটি অংশ, গ্রন্থি, নালি ও সংযোজক কলা। বাংলাদেশে প্রতি ৮জনের মধ্যে একজন বা শতকরা ১২.৬ ভাগ নারী এই রোগে আক্রান্ত হয়। **(২০০৯ সালের তথ্য অনুসারে)** ।

বাঁচতে শেখা নিজস্ব প্রচেষ্টায় ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার আক্রান্ত সমাজের সকল শ্রেনীর মহিলাদের বিশেষ করে প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদের ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় এবং আক্রান্তদের বিশেষায়িত সেবার জন্য রেফারেল সার্ভিস প্রদান করছে। পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সেবা প্রদান কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মূলতঃ পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যে সহায়তাটি এ প্রকল্পের মাধ্যমে হচ্ছে তা হলো- ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং করার পদ্ধতি হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে নারীরা বাড়িতে নিয়মিত চেক করতে পারে। এখানে দরিদ্র, অসহায় মহিলা ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সুবিধা পাচ্ছে শুধু তা নয়- সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। যা, বাংলাদেশের দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সহায়ক। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বহুসংখক মানুষ ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন- (জুন, ২০১৯)

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ক	প্রাথমিক স্তন চেক-আপ	৪৮০জন	৭৯৮জন
খ	বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য রেফার	৫০জন	৩০৮জন
গ	অপরেশন সহায়তা/ঔষধ প্রদান	৫০জন	৩৮৬জন

(০৬)

প্রকল্প: বিএস-এডুকেশন ফর আন্ডারপ্রিভিলিজড চিলড্রেন এডুকেশন প্রজেক্ট।

প্রকল্প এলাকা: যশোর সদর ও শার্শা উপজেলার জগাহাটি, চুড়ামনকাঠি, সরূপদাহ, ললিতাদাহ ও মহিষহাটি ।

প্রকল্পের উদেশ্য:

১. হতদরিদ্র শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।
২. বিনামুল্য শিক্ষাউপকরণ ও অন্যান্যা জিনিসপত্র বিতরণের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
৩. সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের বর্ণনা: শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারেনা। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত আর অশিক্ষিত মানুষ নিয়ে উন্নতির আশা করা যায়না। তাই দেশের উন্নতি করতে হলে আগে সে দেশের জাতিকে শিক্ষিত করতে হবে। বাঁচতে শেখা সে বিষয় মাথায় রেখে যশোর জেলার যশোর সদর ও শার্শা থানার জগাহাটি, চুড়ামনকাঠি, সরূপদাহ, ললিতাদাহ এবং মহিষাহাট এই ৫টি গ্রামের প্রায় ১৯৬জন দরিদ্র ও অবহেলিত শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি পোশাক, খাবার ও পরিস্কার পরিছন্নতা বজায় রাখার বিষয় কাজ করতে যাচ্ছে। এছাড়া হতদরিদ্র মানুষদের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি নির্মান এবং পরিবেশ বজায রাখার জন্য পায়খানাঘর তৈরি সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড করবে। যেহেতু আমাদের দেশের লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র সেই কারনে তারা পুষ্টিকর খাবার পায়না। সেই কারনে তারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। অভাবের তাড়নায় তারা সুচিকিৎসা পায়না। সুচিকিৎসা জন্য বাঁচতে শেখা তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গরু, ছাগল প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এ ছাড়া কর্মসংস্থানের জন্য ভ্যান,রিক্সা প্রদান করা হয়েছে। যারা মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদেরকে মৎস্য ব্যবসার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে। আর যারা মৎস্য চাষের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে প্রশিক্ষন ও অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করে তাদের আর্থিকভাবে উন্নতি করার উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের সংখ্যা: ৫টি গ্রামের ১৯৬জন ছাত্র-ছাত্রী কে ৭জন নারী শিক্ষিকার তত্বাবধানে প্রি-স্কুল ও টিউশন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন- (জুন, ২০১৯)

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন
১.১	প্রি-প্রাইমারী শিক্ষা	২৬জন	২৬জন
১.১.১	রান্না করা খাবার (প্রতিদিন স্কুল চলাকালিন দিবসে)	২৬জন	২৬জন
১.১.২	শ্লেট	২৬টি	২৬টি
১.১.৩	চকখড়ি- প্রি-স্কুল	২ প্যাকেট	২ প্যাকেট
১.১.৪	চকখড়ি- টিউশন এর সময়	১০ প্যাকেট	১০ প্যাকেট

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন
১.১.৫	বিশেষ টিউশন সাপোর্ট	৫জন	৫জন
১.২	টিউশন শিক্ষা	১৬৮জন	১৬৮জন
১.২.১	বই	১৮সেট	১৮সেট
১.২.২	টিফিন (প্রতিদিন টিউশন ক্লাস চলাকালিন দিবসে)	১৬৮জন	১৬৮জন
১.২.৩	স্কুল ব্যাগ (বছরে ১ বার)	১৩২টি	১৩২টি
১.২.৪	স্কুল পোশাক (বছরে ১ বার)	১৫৮সেট	১৫৮সেট
১.২.৫	পেন্সিল কাটার (বছরে ১ বার)	৫০টি	৫০টি
১.২.৬	ইরেজার (বছরে ১ বার)	৫০টি	৫০টি
১.২.৭	খাতা (বছরে প্রতিজন ৩৬পিস)	৩৬৪পিস	৩৬৪পিস
১.২.৮	পেন্সিল (বছরে ১ বার)	৭২টি	৭২টি
১.২.৯	কলম (বছরে ১২টি প্রতিজন)	১৩০টি	১৩০টি
১.২.১০	জ্যামিতি বক্স (বছরে ১ বার)	৮বক্স	৮বক্স
১.২.১১	রঙ পেন্সিল (বছরে ১ বার)	৭২প্যাকেট	৭২প্যাকেট
১.৩	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সহায়তা সমূহ	৫০০জন	৫০০জন
১.৩.১	কমিউনিটি মেডিকেল ক্যাম্প (ঔষধসহ বছরে ১টি ক্যাম্প)	১টি	১টি
১.৩.২	গোসলের সাবান (বছরে ১২টি প্রতিজন)	২৬০টি	২৬০টি
১.৩.৩	হাত ধোয়া সাবান (বছরে ১২টি প্রতিজন)	২৬০টি	২৬০টি
১.৩.৪	টুথ পেস্ট এবং ব্রাশ (বছরে ৪টি প্রতিজন)	১৩২টি	১৩২টি
১.৪	অন্যান্য সেবাসমূহ		
১.৪.১	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম	প্রতিদিন	প্রতিদিন
১.৪.২	স্কুল ও টিউশন কার্যক্রম উপস্থিতির তদারকি	প্রতিদিন	প্রতিদিন
১.৪.৩	বাড়ির আঙ্গনায় শাক-সব্জি চাষ তদারকি	প্রতি মাসে	প্রতি মাসে
১.৪.৪	শিক্ষক কর্তৃক বাড়ি পরিদর্শন	মাসে ২বার	মাসে ২বার
১.৪.৫	আয় বৃদ্ধিমূলক গবাদি পশু চাষের সচেতনতা কার্যক্রম	প্রতিদিন	প্রতিদিন
১.৪.৬	নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যাবহার নিশ্চিত করা	প্রতিদিন	প্রতিদিন

প্রকল্প: সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজাবল্ড প্রজেক্ট ।
প্রকল্প এলাকা: যশোর - যশোর সদর।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. শিশু এবং বয়স্কদেরকে মানসম্পন্ন ফিজিওথেরাপী এবং অকুপেশনাল থেরাপী প্রদান করা যাতে তাদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
২. বিশেষ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশুদেরকে স্বাভাবিক শিক্ষায় যুক্ত হওয়ার যোগ্য করে তোলা।
৩. প্রতিবন্ধীতা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং ফিজিওথেরাপী প্রদানের কৌশল সম্পর্কে অভিভাবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া। যাতে তারা বাড়িতে প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিকে ফিজিওথেরাপী প্রদান করতে পারে।
৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সম্মান ও ইতিবাচকভাবে গ্রহণের পক্ষে সাধারণ মানুষের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করা।
৫. চিকিৎসার প্রদানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা যাতে তাদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রকল্পের বর্ণনা: বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৫ কোটির অধিক লোক বাস করে যার মধ্যে ৮%-১২% লোক বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত। প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অজ্ঞতা বিরাজমান পাশাপাশি ভয় এবং কুসংস্কার দ্বারাও সমাজ ভীষণভাবে প্রভাবিত। প্রতিবন্ধীরা পরিবার ও সমাজে প্রতিনিয়ত অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে নারী ও শিশু প্রতিবন্ধীদের অবস্থা খুবই খারাপ। বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রায় ৩০ কোটি লোক প্রতিবন্ধীতায় আক্রান্ত হয়ে নেতিবাচক অবস্থার মধ্যে দিন-যাপন করছে। বাঁচতে শেখা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। সমাজের একেবারে অবহেলিত, নিগৃহীত এবং দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিশুরা মূলত এ কেন্দ্রের সেবা পেয়ে থাকে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মূলতঃ প্রতিবন্ধী শিশুরা সঠিক ফিজিওথেরাপী পায়। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যে সহায়তাটি এ প্রকল্পের মাধ্যমে পাচ্ছে তা হলো- প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকদেরও ফিজিও থেরাপীর উপর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা বাড়িতে শিশুটিকে ফিজিওথেরাপী দিতে পারে। এখানে একজন প্রতিবন্ধী শিশু শুধুমাত্র ফিজিওথেরাপী পাচ্ছে তা নয়- এখানে একজন শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার শিক্ষাও প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইহা সহায়তা করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বহুসংখক মানুষ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতার মূল কারণ হলো পোলিও এবং সেরিব্রাল পালসি (সিপি)। তবে সরকারের ব্যাপক উদ্যোগের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে পোলিও রোগের ব্যাপকতা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে .০৩% এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে .০৬% ক্ষেত্রে সিপি-এর ঘটনা ঘটে থাকে। ব্রেইন-এর ক্ষতির কারণে সিপি হয়ে থাকে যা গর্ভকালীন অথবা সন্তান প্রসবের সময় সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। ইহা শরীরের যে কোন অংশ অথবা পুরো অংশকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। এর ফলে চলাফেরা, ভারসাম্য রক্ষা, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবন, কথা বলা, মানসিক সক্ষমতা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। বাংলাদেশে খুব কম লোকই এ রোগ সম্পর্কে অবগত এমনকি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে এ রোগ সম্পর্কে ধারণার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে সাধারণ ধারণা আছে যে, ইহা ভুত-প্রেতের কাজ। তাই তারা প্রথমেই কবিরাজ বা গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যায় সাহায্যের জন্য। কিন্তু দ্রুত আরোগ্য লাভের আশায় কবিরাজ বা হাতুড়ে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে তারা শুধুমাত্র হতাশই হয়। এধরণের প্রতিবন্ধী বাচ্চারা পরিবারের নিকট থেকে শুধুমাত্র অবহেলাই পেয়ে থাকে। সিপি পুরোপুপুরি নিরাময় করা সম্ভব না হলেও ফিজিওথেরাপী ও বিশেষ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সিপি রোগীদের অনেকটাই স্বাভাবিক করা সম্ভব। ফিজিওথেরাপী ও বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে সিপি রোগীকে টয়লেট ব্যবহার, কাপড় পরিধান করা, খাবার গ্রহণ, গোসল এবং ঘুমানো ইত্যাদি বিষয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিপি রোগীদের সার্বিক পূর্নবাসন সহায়তা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুরা শুধুমাত্র শারিরীক এবং মানসিকভাবে উপকৃত হচ্ছে না, ইহার সুফল দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে এবং শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত হচ্ছে। যা বাংলাদেশের উন্নয়নের দীর্ঘস্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করবে।
প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন- (জুন, ২০১৯)

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	ফিজিওথেরাপী প্রাপ্ত পক্ষাঘাতগ্রস্থ শিশু	১৬০জন	১,৩৬৯জন
২	ফিজিওথেরাপী প্রাপ্ত বয়স্ক রোগী	৫০জন	২২৫জন
৩	অকুপেশনাল থেরাপী প্রাপ্ত শিশু	১৬০জন	-**
৪	বিশেষায়িত শিক্ষা	১২০জন	৫২৮জন
৫	মায়েদের জন্য প্রশিক্ষন	১৬০জন	২১২জন
৬	ইকুইপমেন্ট / সহায়ক উপকরণ	৬০জন	২৮জন**
৭	অভিভাবক সমাবেশ	১টি	২টি
৮	প্রতিবন্ধীতা দিবস উদযাপন	১টি	১টি

এ পর্যন্ত ১৬০০ জনের অধিক চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। * অপ্রতুল তহবিল

(০৮)

প্রকল্পের নামঃ "স্ট্রেনদেনিং এন্ড প্রমোটিং একটিভ সিটিজেনশীপ ইন বাংলাদেশ"

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ

(ক) শুরুর তারিখ ঃ ০১ জুলাই, ২০১৮

(খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩০ জুন, ২০১৯

(গ) প্রতিবেদন সময় ঃ ০১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

অংশগ্রহন, স্বচ্ছতা, সুশাসন ও জবাবদিহীতা হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পূর্বশর্ত । স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের যে সংবিধান রচিত হয়েছে তা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হলেও কতিপয় স্বার্থান্বেশী মহলের কারণে সাধারণ মানুষ আজও তাদের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে ।

২০০৬ সালে সারা দেশের ৩৩টি এনজিওর কোয়ালিশন "ইলেকশন ওর্য়াকিং গ্রুপ" সাধারন জনগনকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে এবং যারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করেছেন তাদের নিকট হতে অধিকার আদায়ের জন্য নেতৃবৃন্দকে জনগনের মুখোমুখি করবে অথবা জনগনের অধিকার হননের চিত্র তুলে ধরে জনগনের পক্ষ নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী করবে এরকম কর্মসূচী নিয়ে কাজ শুরু করেছিল । "বাঁচতে শেখা" ঐ সময়ে সফলতার সাথে "ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রপ" এর অনুসৃত কার্যাবলী সম্পাদন করে এবং সুনাম অর্জন করে । "বাঁচতে শেখা" সহ নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মসূচীর এনজিও কোয়ালিশন "ইলেকশন ওর্য়াকিং গ্রুপ" বিগত দিনের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারন করেছে ।

এই প্রকল্পের কার্যক্রম অর্থাৎ প্রশিক্ষণ, সভা, দীর্ঘমেয়াদী নির্বাচন পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন দিনের পর্যবেক্ষণ, নির্বাচনোত্তর পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও ভোটার এন্ড সিভিক এডুকেশন এর মাধ্যমে দেশে একটি গ্রহনযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা, সাধারন জনগণের নাগরিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতার সাথে দ্বায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিকরা, ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা কামানো ।

প্রকল্প সময় ০১ বছর (০১ জুলাই ২০১৮- ৩০ জুন ২০১৯) সময়কালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কার্যক্রমগুলো অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

ক্রমিকনং	কার্যক্রমের নাম	(লক্ষ্য)	আজর্ন	পার্থক্য	মন্তব্য
	দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষকদের (এলটিও) ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ	৩জন	৩জন	০	দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষকদের (এলটিও) ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করায় সার্বিক নির্বাচনী পরিবেশ আরো উন্নত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে রির্পোট প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করেছে
	দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষকদের (এলটিও) দ্বারা নির্বাচনী পরিবেশ সংক্রন্ত তথ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং	৩জন	৩জন	০	দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষকদের (এলটিও) দ্বারা নির্বাচনী পরিবেশ সংক্রন্ত তথ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং করে সার্বিক নির্বাচনী পরিবেশ আরো উন্নত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে রির্পোট প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে ।
	নির্বাহী পরিচালক এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহন	৩জন	৩জন	০	যশোর-১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ সংসদীয় আসনের ১১তম সংসদ নির্বাচন দিনের নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচন পরিবেশ আরো উন্নত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে রির্পোট প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য যশোর জেলার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপক, নির্বাহী পরিচালক এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং রির্পোট প্রদান করেছে
	স্বল্প মেয়াদী পর্যবেক্ষকদের (এসটিও) প্রতি ব্যাচে ৩০জন করে ১দিন ব্যাপি ১০ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান	৩০০জন	৩০০জন	০	যশোর-১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ সংসদীয় আসনের ১১তম সংসদ নির্বাচন দিনের নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচন পরিবেশ আরো উন্নত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে রির্পোট প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য যশোর জেলার স্বল্প মেয়াদী পর্যবেক্ষকদের (এসটিও) প্রতি ব্যাচে ৩০জন করে ১দিন ব্যাপি ১০ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তারা নির্বাচন পর্যবেক্ষনের সক্ষমতা অর্জন করেছে

	যশোর-১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ সংসদীয় আসনের ১১তম সংসদ নির্বাচন দিনের নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ	২৪৬জন	২৪৬	৪৪জন	যশোর-১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ সংসদীয় আসনের ১১তম সংসদ নির্বাচন দিনের নির্বাচনী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচন পরিবেশ আরো উন্নত করতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে রির্পোট প্রদান করায় বাংলাদশে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করেছে

উপজেলা ওয়ারী প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলার জন্য মোট বরাদ্দ (টাকা)	মোট প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১	যশোর	যশোর সদর	১,২১১,৮৩৫	৭৮৩,২৫৯	
২	যশোর	মণিরামপুর	১৬৭,০০০	১৪৭,৩৮৯	
৩	যশোর	কেশবপুর	৯০,৯২৯	৯০,৯২৯	
৪	যশোর	চৌগাছা	১৬৭,০০০	১৪৭,৩৮৯	
৫	যশোর	অভয়নগর	১৬৭,০০০	১৪৭,৩৮৯	
৬	যশোর	বাঘারপাড়া	১৬৭,০০০	১৪৭,৩৮৯	
৭	যশোর	শার্শা	১৬৭,০০০	১৪৭,৩৮৯	
৮	যশোর	ঝিকরগাছা	১৬৭,০০০	১৪৭,৩৮৯	
	মোট		**২,৩০৪,৭৬৪**	**১,৭৫৮,৫২২**	

Election Working Group

11th National Parliament Elections 2018

Training
for
Short Term Observers

26 - 28 December, 2018
BANCHTE SHEKHA, Jashore

bangladeshelections.org
Know your elections- Know your elections- Know your elections

Organized by: Election Working Group (EWG)
In cooperation with: BANCHTE SHEKHA

(০৯)

বাচঁতে শেখা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, নিরক্ষর শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি)

প্রকল্প এলাকা: যশোর - ঝিকরগাছা, শার্শা, মনিরামপুর, যশোর সদর

প্রকল্পের উদেশ্য:

- হতদরিদ্র শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- বিনামুল্য শিক্ষাউপকরণ ও অন্যান্যা জিনিসপত্র বিতরণের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
- সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের সংখ্যা: ২৫টি গ্রামের ৭৩৮জন ছাত্র-ছাত্রী কে ২৬জন নারী শিক্ষিকার তত্বাবধানে ২৬টি স্কুলের মাধ্যমে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

পটভূমিঃ বাঁচতে শেখা ১৯৭৬ সাল থেকে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজের পশ্চাৎপদ, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঁচতে শেখা নিরক্ষরতা দূর করার মাধ্যমে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের সচেনতা এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষে ১৯৭৮ সালে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা করতে গিয়ে বাঁচতে শেখা গভীরভাবে লক্ষ্য করে যে, ৮ থেকে ১০ বছর বয়সেব এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । এই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে ১৯৮০ সালে বাঁচতে শেখা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে । শুরুতে বাঁচতে শেখার শিক্ষা কার্যক্রম মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকক্রমে রুপ পরিগ্রহ করে। সরকার কতৃক নির্ধারিত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক শিখনবিষয় এবং প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোর পাশাপাশি শিশুদের জীবন ঘনিষ্ঠ অন্যান্য বিষয়কগুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বাঁচতে শেখা তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচারনা করে আসছে ।

অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, নিরক্ষর শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি: বিদ্যালয়ে না যাওয়া ও ঝরে-পড়া দরিদ্র ও নিরক্ষর ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ হিসেবে বাঁচতে শেখা ২০১৭ সালের ১ জানুযারী থেকে ব্র্যাক এর অর্থায়নে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ৯ টি ও শার্শা উপজেলায় ১টি মোট ১০ টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে । মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৯০ জন। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়েগুলোতে ২৭ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে । শিক্ষার্থীগন বর্তমানে ৪র্থ শ্রেনীতে অধ্যায়নরত । বাঁচতে শেখা শিক্ষার নির্বাচিতব্য শিশুর শিখনসামর্থ্য,মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের বয়সসীমা এবং পরিবারের শিক্ষাব্যয় বিবেচনা করে ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ৪ বছরে (৪৮ মাস = ১ম শ্রেণি ৯ মাস, ২য় শ্রেণি ৯ মাস, ৩য় শ্রেণি ৯ মাস,৪র্থ শ্রেণি ১০ মাস, ৫ম শ্রেনি ১১ মাস) শেষ করা হয় ।

অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, নিরক্ষর শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য: শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হলো উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ”

অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, নিরক্ষর শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীর করা ।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য গউএ অর্জসে ভূমকা রাখা ।
- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- মেয়ে শিক্ষার্থীর হার বাড়ানো ।
- শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।

- দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সময়, অর্থ ও অপচয় কমিয়ে আনা ।
- বাংলাদেশের সুশীল সমাজকে দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ায় অবদান রাখা ।
- বিনামুল্যে শিক্ষাউপকরণ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিতরণর মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

স্কুলের তথ্য :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্কুলের নাম	শুরুর তারিখ	শ্রেনী	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	যশোর	ঝিকরগাছা	বোধখানা	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	২৯
২	যশোর	ঝিকরগাছা	গদখালী	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	৩০
৩	যশোর	ঝিকরগাছা	সাগরপুর	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	৩০
৪	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর মধ্য	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	২৭
৫	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর ঘোষপাড়া	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	২৯
৬	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	২৯
৭	যশোর	ঝিকরগাছা	চাঁপাতলা	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	৩০
৮	যশোর	ঝিকরগাছা	কাশিপুর	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	৩০
৯	যশোর	ঝিকরগাছা	মির্জাপুর	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	৩০
১০	যশোর	শার্শা	কাঠশিকড়া	০১-০১-২০১৭	৪র্থ	২৭
					মোট	**২৯০**

স্কুলের মোট শিক্ষার্থী ২৯০ জন । প্রতিটি স্কুলে ১ জন করে শিক্ষিকা আছে । তিনি প্রতিটি বিষয় পরিচালনা করেন । শিক্ষিকা মাতৃস্নেহে অতিযত্নে শিশুদের শিক্ষাদান করেন ।১ম থেকে ৫ম শ্রেণিতে সরকারী বই পড়ানো হয়। শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজ করানো হয় যেমন- নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্পবলা, ছড়াগান ইত্যাদি । এছাড়া শিশুদের বিভিন্ন ধরনের গল্পেরবই পড়ানো হয়, দেয়ালিকা আঁকানো, শিশুর তৈরী গল্প লেখানো হয় । শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে এবং আনন্দের সাথে লেখাপড়া করে। বিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার গুনগত মান ভাল।

শিক্ষিকা উন্নয়ন:

- শিক্ষিকাদের ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার থেকে ১৫ দিনের ব্যাসিক ট্রেনিং করানো হয়েছে ।
- প্রতিমাসে শিক্ষিকাদের একদিন করে রিফ্রেশার্স করানো হয় ।
- সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার প্রতি সপ্তাহে স্কুলগুলো দুইবার সুপারভেশন করেন ।
- মনিটর নিবিড়ভাবে স্কুলগুলো মনিটরিং করেন ।
- উদ্ধতন কর্মকর্তা স্কুল ভিজিট করেন এবং উন্নয়নের নির্দেশনা দেন।

প্রি- প্রইমারী স্কুলঃ বাঁচতে শেখা ৫ বছরের শিশুদের নিয়ে ব্র্যাক এর অর্থায়নে মে -২০১৯ ইংরেজী থেকে ৬ টি এবং জুন -২০১৯ ইংরেজ থেকে ১০টি প্রি-প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা করছে । ১৬ টি প্রি-প্রাইমারী স্কুলে ছেলে ১১৬ জন, মেয়ে ২৩২ জন মোট শিক্ষার্থী ৪৪৮ জন । প্রতি স্কুলে ১ জন কওে শিক্ষিকা মোট ১৬ জন শিক্ষিকা আছেন । শিশুদের স্কুলে গমন উপযোগী করে জানুয়ারী ২০২০ ইংরেজী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেনিতে ভর্তি কওে দেয়া হবে । শিশুদের সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠদান, ছড়া, খেলাধুলা, আবৃত্তি, নাচগান করানো হচ্ছে । তাদের সরকারী বই পড়ানো হচ্ছে।

প্রি- প্রইমারী স্কুলের তথ্য :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্কুলের নাম	শুরুর তারিখ	শ্রেনী	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	যশোর	ঝিকরগাছা	নারাঙ্গালী	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫

২	যশোর	ঝিকরগাছা	রাজাপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
৩	যশোর	ঝিকরগাছা	কাশিপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৯
৪	যশোর	ঝিকরগাছা	বহিরামপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৬
৫	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৯
৬	যশোর	ঝিকরগাছা	দোসতিনা	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
৭	যশোর	ঝিকরগাছা	মিশ্রীদিয়াড়া	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
৮	যশোর	ঝিকরগাছা	গদখালী	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
৯	যশোর	ঝিকরগাছা	পদ্মপুকুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৮
১০	যশোর	ঝিকরগাছা	মহিনীকাটি	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
১১	যশোর	ঝিকরগাছা	মল্লিকপুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
১২	যশোর	ঝিকরগাছা	মির্জাপুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৭
১৩	যশোর	যশোর সদর	বড়মেঘলা	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৬
১৪	যশোর	মনিরামপুর	সরসকাটি	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
১৫	যশোর	মনিরামপুর	পট্টি	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৬
১৬	যশোর	মনিরামপুর	বাসুদেবপুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
					মোট	**৪৪৮**

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাঃ

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা
১	প্রি-প্রাইমারী শিক্ষা	৪৪৮জন
২	প্রাথমিক শিক্ষা	২৯০জন
৩	খাবার	৭৩৮জন
৪	শ্লেট	৭৩৮জন
৫	বই	৭৩৮জন
৬	খাতা	৭৩৮জন
৭	চকখড়ি	৭৩৮জন
৮	কলম	২৯০জন
৯	পেন্সিল	৭৩৮জন

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা
১০	রঙ পেন্সিল	৭৩৮জন
১১	ইরেজার	৭৩৮জন
১২	পেন্সিল কাটার	৭৩৮জন
১৩	গরম পোষাক	৭৩৮জন
১৪	স্কেল	৭৩৮জন
১৫	খেলনা	৪৪৮জন

স্কুল গুলোর হাজিরা, শ্রেণী শৃঙ্খলা এবং গুণগতমান খুবই ভাল।

(১০)

প্রকল্পের নামঃ 'লিগ্যাল এইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসি' ।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ

(ক) শুরুর তারিখ ঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ।
(খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩১ আগস্ট ২০১৯ ।
(গ) প্রতিবেদন সময় ঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ আগস্ট ২০১৯ ।

উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠির নির্যাতনের মাত্রা কমিয়ে আনা ও এর কার্যকারিতা অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া।
২. নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান অনাচার মোকাবেলায় তাদের আইনী সহায়তা প্রদান করা, সামাজিক ভাবে তাদের এমন একটি অবস্থান তৈরি করা যার মাধ্যমে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, আইনী সহায়তা সহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারে। উক্ত সেবায় যাতে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয় এজন্য সেবা দাতারাও বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি হবেন নারীদের প্রতি যথেষ্ট অনুভূতিশীল।
৩. বর্তমানে প্রচলিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার অর্জনের জন্য নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা ।
৪. পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিকারে সালিশী ব্যবস্থায় এবং আইন সহায়তা প্রাপ্তিতে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা ।
৫. এডিআর কমিটির কার্যক্রম গতিময় করতে সহায়তা করা ।

লক্ষ্যমাত্রাঃ এই প্রকল্প এর সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন কমানো, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরন ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে নির্যাতিত ও অবহেলিত নারীদের সমান অধিকার বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষন, সালিশ ও আইন সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুতে সামগ্রিকভাবে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতার রাজনীতি নারীর অধঃস্তন ও অসাম্য অবস্থান দূর করতে সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কাজ করে যাওয়া। ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে ৩১ আগস্ট ২০১৮ এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কার্যক্রমগুলো অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

ক্রমিক নং	প্রকল্পের কাজ	লক্ষ্য	অর্জন	অর্জনকৃত ফলাফল
১	গ্রহনকৃত মোট আবেদনপত্র	৭৪		
২	মোট সালিশের মাধ্যমে সমাধানকৃত সমস্যা	৩০	৫১	
৩	সমস্যা এখনো সমাধানের অপেক্ষায়	১১		
৪	কাউনসেলিং		৭১৩	
৫	কোর্ট কেস	৪	১২	
	৭৪র্ট উঠান বৈঠক	৩০	৩০	

প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ ঃ

ক্রমিক	প্রধান কার্যক্রম সমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ (টাকা)			উপকারভোগীর সংখ্যা
		বছর-১ (০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে ৩১ আগস্ট ২০১৮)	বছর-২ (০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ আগস্ট ২০১৯)	মোট (টাকা)	
১	আদালতে আইনী সহায়তা প্রদান	১০,০০০	১০,০০০	২০,০০০	৭০ জন
২	বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি	১৫,০০০	১৫,০০০	৩০,০০০	৬০০ জন ১২০ পরিবার
৩	উঠান বৈঠক	১২,০০০	১১,৬০০	২৩,৬০০	৮৮৫ জন
	মোট	৩৭,০০০	৩৬,৬০০	৭৩,৬০০	

অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী

প্রতিবেদনাধীন সময়:১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ আগস্ট ২০১৯

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	উপজেলার জন্য মোট বরাদ্দ (টাকা)	মোট প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১	যশোর	যশোর সদর	২,৯৩,০৪০	২,৮৬,১৫০	
	মোট		**২,৯৩,০৪০**	**২,৮৬,১৫০**	

(১১)

প্রকল্প: (টেকসই জলজ পালন ও পুষ্টি ক্রিয়াকলাপ (সানা) প্রকল্প)

প্রকল্পের সময়কাল: সেপ্টেম্বর 2018 থেকে সেপ্টেম্বর 2019।

লক্ষ্য: প্রকল্পের লক্ষ্য হ'ল বাজার সংযোগ তৈরির সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিগুলি উন্নত করার সাথে মোলা-কার্প-উদ্ভিজ্জ উত্পাদন পদ্ধতির গ্রহণের মাধ্যমে মহিলা, যুবক, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির মর্যাদা বৃদ্ধি করা।
উদ্দেশ্য:

- মাছ (বিশেষত মোলা) এবং উদ্ভিজ্জ উত্পাদন বৃদ্ধি করা।
- পুষ্টিকর খাবারের ব্যবহার বাড়াতে।
- লক্ষ্যবস্তু পরিবারগুলির মধ্যে ডায়েটার বৈচিত্র্য উন্নত করা।
- মহিলা, যুবক এবং সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পুষ্টি (মাছ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বাস্থ্যকর) বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।
- পুষ্টি সম্পর্কিত আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে।
- জলজ পালন মূল্য চেইনে মহিলাদের জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করা।
- লিঙ্গ এবং পুষ্টি সংবেদনশীল জলজ পালন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

সানা প্রকল্পের সংখ্যাসূচক অর্জন (প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা ভিএস অর্জন)

কার্যকলাপ	লক্ষ্য	অর্জন
প্রোগ্রাম পরিচালনা এবং তাদের স্থাপনার বিষয়ে স্টাফ নিয়োগ এবং ওরিয়েন্টেশন	17 জন	17 জন
উপজেলা পর্যায়ের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা	6 কর্মশালা	6 কর্মশালা
কৃষক প্রোফাইলিং জরিপ এবং ডাটাবেস বিকাশ	2160 জন সুবিধাভোগী	2160 জন সুবিধাভোগী
ফার্মার্স নিউট্রিশন স্কুল (এফএনএস) এবং পুষ্টি ক্লাব (এনসি), ২০ জন মহিলা / যুবক এবং প্রতিটি গ্রুপ প্রতি অন্যদের গঠন)	108 টি গ্রুপ এফএনএস এবং 24 টি গ্রুপ এনসি	108 টি গ্রুপ এফএনএস এবং 24 টি গ্রুপ এনসি
বহু সংস্কৃতি (মোলা কার্প, শাকসবজি), মৌলিক পুষ্টি এবং লিঙ্গ সম্পর্কে মহিলাদের প্রশিক্ষণ	864 প্রশিক্ষণ	864 প্রশিক্ষণ
উদ্যোক্তা সংবেদনশীলকরণ- স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার সাথে মহিলা উদ্যোক্তাদের জড়িত করুন (মহিলাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, প্রতিটি গ্রুপের ২ জন মহিলা)	6 প্রশিক্ষণ	6 প্রশিক্ষণ
পুরুষদের সংবেদনশীলকরণ	6 প্রশিক্ষণ	6 প্রশিক্ষণ
হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন (বালতি বেসিন / টিপ্পি ট্যাপ) ইনস্টলেশন ও সচেতনতা প্রচার	108 টি গ্রুপ প্রচারণা করেছে	108 টি গ্রুপ প্রচারণা করেছে
পুষ্টি সম্পর্কিত সম্প্রদায়ের সচেতনতার জন্য স্থানীয় লোকদের (বিশেষত গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা) সাথে আঙ্গিনা বৈঠক	108 গ্রুপ সভা	108 গ্রুপ সভা

কিশোর / শিশুদের জন্য স্কুল সেশনস	48 অধিবেশন	48 অধিবেশন
দিবস পালন / সমাবেশ	2 ইভেন্ট	2 ইভেন্ট
নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ এবং পরামর্শমূলক পরিষেবার জন্য মৎস্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে বৈঠক	12 সভা	12 সভা
অংশগ্রহণমূলক ডেমো প্রতিষ্ঠা - ব্যয় ভাগ করে নেওয়ার পদ্ধতিতে কার্প বীজ বিতরণ	2160 সুবিধাভোগী	2160 সুবিধাভোগী
অংশগ্রহণমূলক ডেমো প্রতিষ্ঠা - সবজি বীজ, ওএসপি লতা এবং লেবু চারা দিয়ে ইনপুট সহায়তা	2160 সুবিধাভোগী	2160 সুবিধাভোগী
মাসিক ক্লাস্টার কর্মীদের সভা	11 সভা	11 সভা

(১২)

প্রকল্প: সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কম্পিউটার শিক্ষার সৃজনশীল সুযোগ

প্রকল্প এলাকা: বিএস প্রধান কার্যালয়।

উদ্দেশ্য:

- স্বল্প আয়ের সুবিধাভোগীদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যের আইটি ।
- আইটি কীভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের সরঞ্জাম হতে পারে তা উপস্থাপন ।

- আইটেমি আয় উত্পন্ন কার্যক্রম হিসাবে।
- তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।
- একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ভবিষ্যতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ।
- যে সমস্ত শিশুরা স্কুলে যা শিখেন তা অনুশীলনের জন্য কম্পিউটার কেনার সামর্থ্য রাখে না এমন শিশুদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা।

ফলাফল: ২০১৮ - ২০১৯ সালে মোট **১৪২**জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার সম্পন্ন করেছে এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শংসাপত্র পেয়েছে।

(১৩)

প্রকল্প: আইজিএ / জীবিকা নির্বাহ প্রকল্প
উদ্দেশ্য: গ্রেটার কৃষিতে লক্ষ্যযুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর।
ক্রিয়াকলাপ:

- প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শন.।
- পরিবার পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি করা।
- গরু পালন, মাছ চাষ, ছাগল পালনের উন্নত প্রশিক্ষণ
- প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর ।
- মহিলাদের জন্য হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ।
- পণ্য উন্নয়ন এবং বিদেশে রফতানি।

বর্তমান স্টক এবং মূল্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	বর্তমান পরিমাণ, জুন ২০১৯	মূল্য টাকায়
১	দুধের গরু	৩	২২৫,০০০
২	ষাঁড়	৩	১৩০,০০০
৩	বাছুর	৩	৭০,০০০
৪	বকনা	৫	২৫০,০০০
৫	ছাগল	১৯ ৪০০	১২০,০০০
৬	মাছ	১০০০ কেজি	১৭৫,০০০
	মাছের বাচ্চা	৪০০ কেজি	৫০,০০০
		মোট	**১০,২০,০০০**

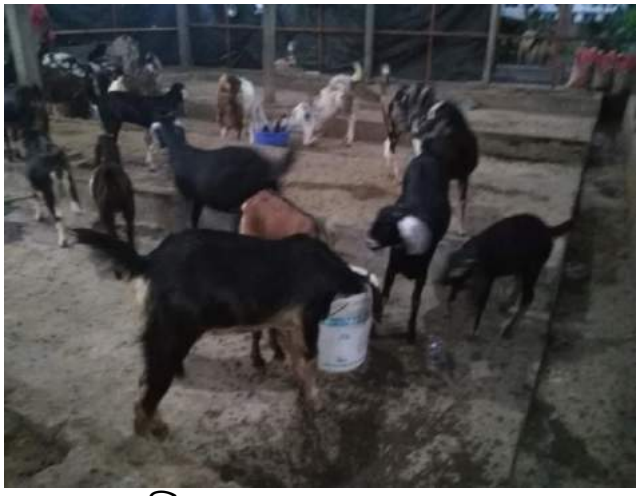

ITRAD পরিষেবা

ক্রমিক নং	সুবিধা সমুহ ও সেবার নাম	বিবরণ	মূল্য (ভ্যাট বাদে)
১	সাধারন হলরুম- ১টি	২৫-৩০ সিট	১,২০০.০০
২	এসি হল রুম-১টি (৮ঘন্টার পর ২৩০ টাকা প্রতি ঘন্টা)	৪০-৫০ সিট	৩,৯০০.০০
৩	সাধারন হলরুম-১টি (৮ঘন্টার পর ২৩০ টাকা প্রতি ঘন্টা)	১৫০ সিট	২,০০০.০০
৪	এসি ক্লাশ রুম -১টি (৮ঘন্টার পর ২৩০ টাকা প্রতি ঘন্টা)	২৫-৩০ **সিট**	২,৫০০.০০
৫	হোস্টেলের সিট ভাড়া -১৪ রুম (কমন বাথরুম)	৪ বেড	৪০০.০০
৬	নন এ,সি, রুম -৪টি (এঁাটাস্ট বাথরুম)	২ বেড	৫০০.০০
৭	এ,সি, রুম-৪টি (এঁাটাস্ট বাথরুম)	২ বেড	১,০০০.০০
৮	এ,সি, রুম -ডিলাক্স-২টি (এঁাটাস্ট বাথরুম)	১ বেড	১,০০০.০০
৯	এ,সি, রুম -ডিলাক্স-২টি (এঁাটাস্ট বাথরুম)	কাপল বেড	১,২০০.০০
১০	এ,সি, রুম -ডিলাক্স-১০টি (এঁাটাস্ট বাথরুম)	২ বেড	১,২০০.০০
১১	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-২টি	১ দিন	১,০০০.০০
১২	পি এ সিসটেম-২টি	১ দিন	৫০০.০০
১৩	ডাইনিং -৭০সীট	১ দিন	৫০০.০০
১৪	রান্নাঘর	২টি	০.০০

(১৪)

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের বাৎসরিক রির্পোট ২০১৮-২০১৯

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনগোষ্ঠীর এ অর্ধেক অংশকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির কথা আশা করা বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশই উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে নারী শক্তিকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েই, কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে সম্পুর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার ভিতর দিয়ে। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও নারীকে সন্তান লালন-পালন ও গৃহের অন্যান্য কাজকর্ম ছাড়া বাহিরের অন্য কোন কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করতে পারছেনা বর্তমান সমাজ। বর্তমান সমাজ নারীকে শুধুমাত্র নারী হিসাবে ভাবছে । তাদের চোখে নারী মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না। বাঁচতে শেখা কাজ করছে সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে। এ জন্য বাঁচতে শেখা নারীর শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নারীকে সমাজের সামনে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

বাঁচতে শেখার প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান নির্বাহী পরিচালক মিস আঞ্জেলা গমেজ কাজের শুরুতে গ্রামের পথে পথে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। গ্রামীণ মেয়েদের সাথে খেয়েছেন, থেকেছেন, রাত্রি যাপন করেছেন। তাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের বাস্তব অবস্থা বুঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন নারীর শক্তি আছে, ইচ্ছা আছে, বুঝার ক্ষমতা আছে। শুধু অভাব পুঁজি আর দক্ষতার। তারা মহাজনের নিকট থেকে ঋণ নিচ্ছে । জমি বন্ধক রেখে টাকার অভাব মেটানোর বৃথা চেষ্টা করছে দিনের পর দিন। এভাবে মহাজনী শাসন শোষণে সর্বশান্ত হচ্ছে অনেক পরিবার। এমন অবস্থা থেকে গ্রামীণ নারীকে রক্ষার মানসে তিনি ১৯৮৭- ১৯৮৮ অর্থ বছর থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া শুরু করেন। এভাবেই সূচনা হয় বাঁচতে শেখার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

দর্শন/ ভিশন/রূপকল্পঃ

- ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করা ও দরিদ্র জনগোষ্টির দারিদ্র বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।
- আত্ন-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন এবং পারিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য/মিশন/অভিলক্ষ্যঃ

- সংগঠিত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকরের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোগক্তা সৃষ্টি, অর্থনৈতিক ও মানবিক মর্যাদাবৃদ্ধি, সঞ্চেয়ের মনোভাব সৃষ্টি ।
- সমিতির সাবলম্বীতা নিশ্চিত করা।

সঞ্চয়ের ধরণঃ

ক) সেচ্ছা সঞ্চয়
খ) মেয়াদী সঞ্চয়
গ) দ্বিগুন জমা সঞ্চয়
ঘ) মাসিক মুনাফা সঞ্চয়

ঋনের ধরণঃ

ক) আর,এম,সি ঋণ
খ) আর,এম,সি কৃষি ঋণ

গ) এম,ই,ডি,পি ঋণ

ঘ) এম,ই,ডি,পি কৃষি ঋণ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সঞ্চয় ও ঋণের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয়ের ধরণ	৩০শে জুন সঞ্চয়ের পরিমান (টাকা)	ঋণের ধরণ	৩০শে জুন ঋণের পরিমান (টাকা)
১	সেচ্ছা সঞ্চয়	৯,১৮,৩০,২৩০.০০	আর,এম,সি ঋণ	৯,৭০,৫৩,৭৬৮.০০
২	মেয়াদী সঞ্চয়	১,১২,১৩,২২৬.০০	আর,এম,সি কৃষি ঋণ	১,৪৯,৪২,৩৭৮.০০
৩	দ্বিগুন জমা সঞ্চয়	১৬,৬৫,৬৩৬.০০	এম,ই,ডি,পি ঋণ	২৬,৪৬,৬১,৭৪৬.০০
৪	মাসিক মুনাফা সঞ্চয়	৩৫,৮৭৪.০০	এম,ই,ডি,পি কৃষি ঋণ	৫,৩০,৮৩,৯৩৯.০০
মোটঃ		**১০,৪৭,৪৪,৯৬৬.০০**		**৪২,৯৭,৪১,৮৩১.০০**

বিগত তিন বছরে ঋণ বিতরনের তুলনা চিত্রঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর	২০১৭-২০১৯ অর্থ বছর	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর
৩৬,৮৮,২৫,০০০	৫০,১৭,৩৪,০০০	৫০,৩৭,২৫,০০০

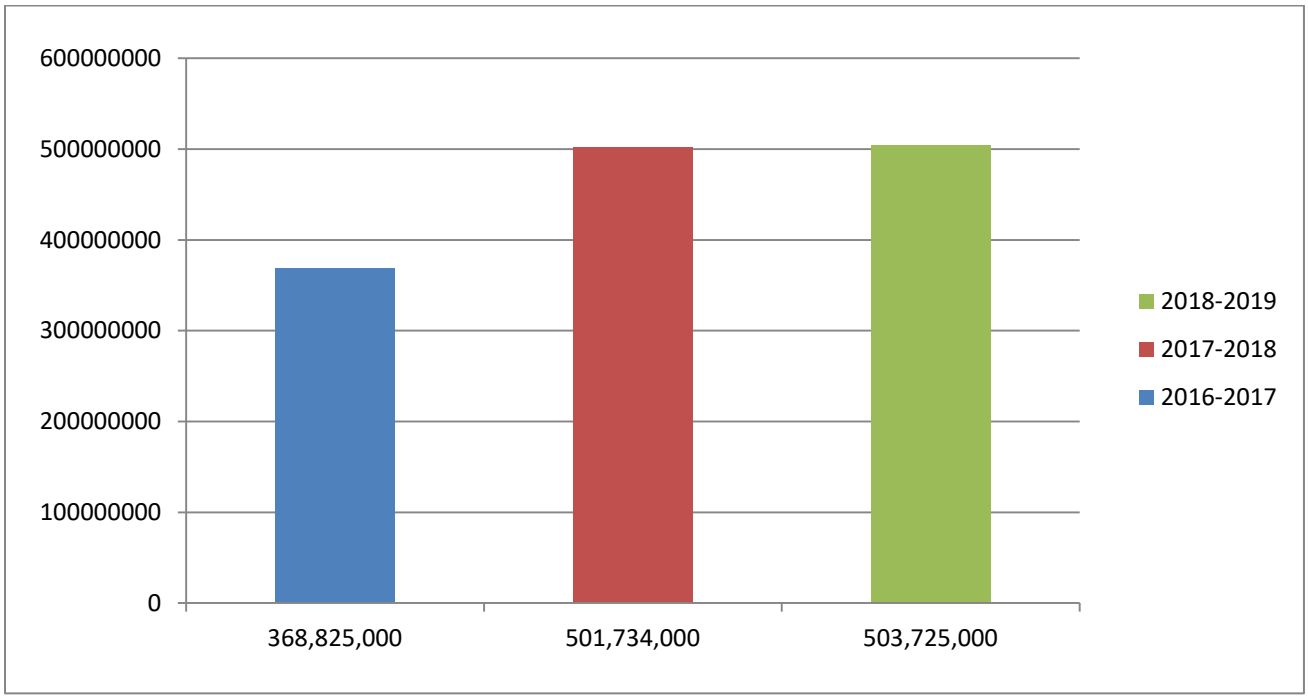

বিগত তিন বছরে ঋণের স্থিতিঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর	২০১৭-২০১৯ অর্থ বছর	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর
৩১৪৬১৮৬৮৪	৪০৩৮৫৬৮৬৩	৪২৯৭৪১৮৩১

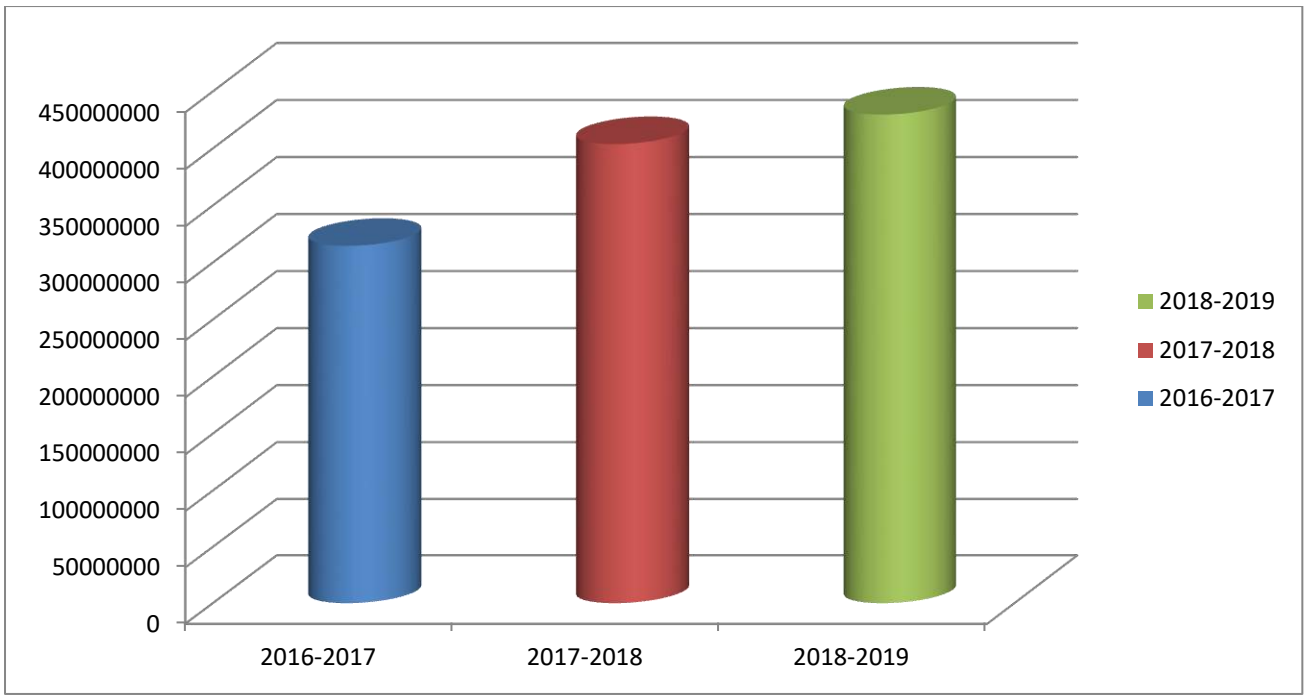

বিগত তিন বছরে আয়ের চিত্রঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর
১৭৪৮৫১৭	৭৪৫১৯৯৯	১০৮১০৫৪৯

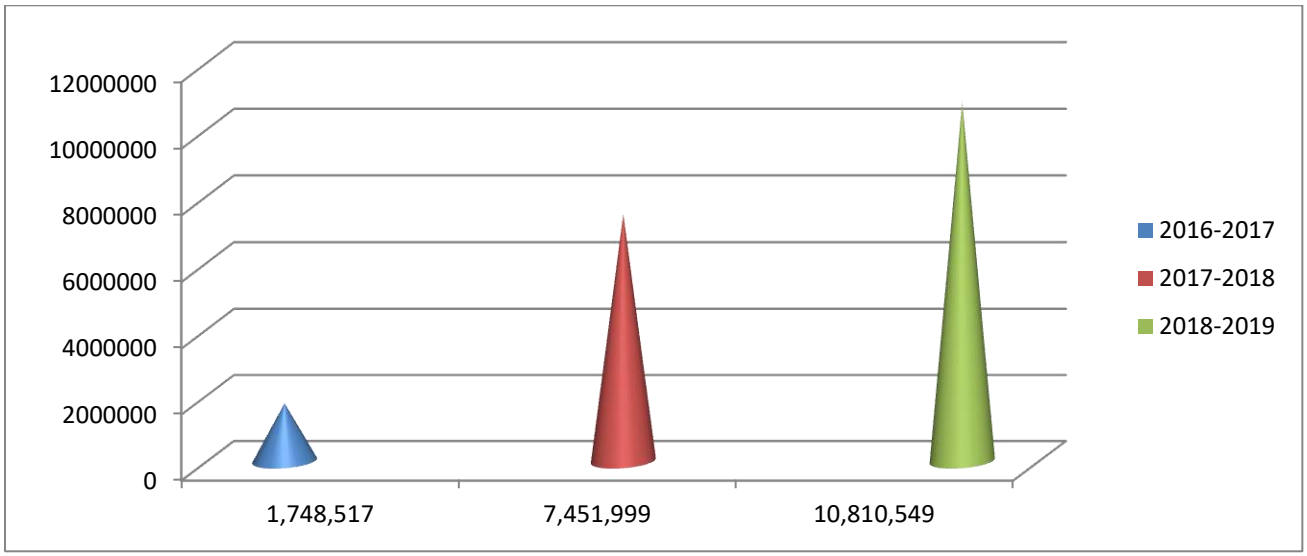

সবজি চাষ

ফল চাষ

পোল্ট্রি বা মুরগির খামার

চলমান কার্যক্রম .....

প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস (পিপিজে) এ্যাকটিভিটি, গাজীপুর

যে ভাবে কাজ করছে প্রকল্পটিঃ ইউএসএআইডি'র অর্থায়ানে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল (ডিআই) দ্বারা বাস্তবায়িত আইনী ব্যবস্থার প্রচার, শান্তি ও বিচারকি কার্যক্রম উন্নয়নে ৩ তিন বছরের জন্য পিপিজে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি প্রধানত তিনটি বিষয়ে কাজ করছে্ বাংলাদেশে আইনী সহায়তা পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার বাড়ানো, আইনী সেবার মান উন্নয়ন ও আইনী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা, বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মী এবং দূর্বল সংস্থাগুলির কাজ করার জন্য প্রকল্প নকশা তৈরী করা হয়েছে। এই প্রকল্পের গোল/ লক্ষ্য হল- **বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে সরকারী সংস্থাগুলির প্রতি মানুষের আস্তা বৃদ্ধি করণ।**

কম্পোনেন্ট- ১: জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা (এনএলএএসও) এবং আইনী সহায়তা কমিটি (এলএসি) সহ সরকারী কমিটি (ডিলাক, উজলাক, ইউপিলাক) কমিটিগুলোর সক্ষমতা উন্নয়নে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করছে। নাগরিক সেবার মান ও সক্ষমতা উন্নয়নে জাতীয়, জেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে আইনী সহায়তা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, বিশেষত নারী ও অন্যান্য দূর্বল গ্রুপগুলির কৌশলগত সহায়তা প্রদানে কাজ করছে।

কম্পোনেন্ট- ২-বিচার বিভাগের কেস ম্যানেজমেন্ট সক্ষমতা উন্নয়নঃ আইনী সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মামলার ব্যাকলগ হ্রাস করতে এবং বিচার বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রকল্পটি কাজ করছে। কেস ম্যানেজমেন্ট এর জন্য আইনী ও পদ্ধতিগত কৌশল বাড়ানো, জেলা আদালতের বিচারকদের কার্য-নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় শাখাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন, বিশেষ করে নারী বিচারকদের সক্ষমতা উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তিতে ব্যাকলগ এর প্রতিকার করতে ভূমিকা রাখা। পিপিজে সুপ্রিম কোর্ট, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় (এসওএলজেপিএ) এবং আঞ্চলিক আদালতসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা করছে।

কম্পোনেন্ট- ৩ - আইনী অধিকার সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতাঃ কম্পোনেন্ট- ৩ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনী অধিকার বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে জানানো ও সংবেদনশীল করে তোলা্। নাগরিকদের আইনী অধিকার ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এমওএলজিপিএ, সিভিল সোসাইটি এবং পেশাদারিত্ব আছে এমন সংঘের সাথে অভিজ্ঞাতা বিনিময়ের মাধ্যমে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহনে কাজ করছে যাতে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আইনী অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশ অধিকার তৈরী হয়।

১. **আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ এর পরিচিতি ঃ** সরকার ২০০০ সালে দরিদ্র মানুষের আইনের আশ্রায় লাভের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ প্রনয়ন করে। গরীব নিঃস্ব মানুষ যেন আর্থিক দৈনতার কারনে আইনের লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য সরকারী আইন সহায়তা কর্মসূচী। এই আইনের মাধ্যমে সরকার আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

২. **সরকারি আইনগত সহায়তা কি?**

- আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ অনুযায়ী আইনগত সহায়তা হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারনে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারস প্রার্থীকে-
- কোন আদালতে দায়ের যোগ্য, দায়ের করা হয়েছে বা বিচার চলছে এমন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।

- মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদান সহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- নিযুক্ত সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান;
- প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে আইনজীবীকে সম্মানী প্রদান।

৩.জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি সম্পর্কে ধারনা ঃ আইনগত সহায়তা প্রদান মোতাবেক পরবর্তীতে সারাদেশে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয়ভাবে "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা", প্রত্যেক জেলায় 'জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি', উপজেলায় 'উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি',এবং ইউনিয়নে "ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি", গঠন করা হয়েছে।উপজেলা এবং ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সদস্যগন ৩ বছরের জন্য মনোনিত হবেন। কমিটির মনোনিত ব্যক্তিগনকে মনোয়নকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন কারন ব্যতিত অপসারণ করতে পারবেন। নিম্মোক্ত ব্যক্তিগনের সমন্বয়ে কমিটিগুলো গঠন করা হবে।

ক.উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ঃ

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটি সদস্যদের পদবী
১	উপজেলা চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান
২	উপজেলা নির্বহী কর্মকর্তা	সদস্য সচিব
৩	উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	সদস্য
৪	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৫	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৬	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৭	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৮	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৯	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১০	উপজেলা আনছার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
১১	জাতীয় মহিলা সংস্থার উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান	সদস্য
১২	উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগনের মধ্য থেকে একজন	সদস্য
১৩	উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত সদস্যগনের মধ্য থেকে একজন	সদস্য
১৪	উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন মহিলা শিক্ষক	সদস্য
১৫	উপজেলা কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি	সদস্য

খ.ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি ঃ

ক্রমিক নং	পদবী	কমিটি সদস্যদের পদবী
১	ইউনিয়ন পরিয়দের চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান
২	ইউনিয়ন পরিয়দের সচিব	সদস্য সচিব

৩	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	সদস্য
৪	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	সদস্য
৫	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	সদস্য
৬	ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	সদস্য
৭	ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	সদস্য
৮	ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	সদস্য
৯	ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন মহিলা শিক্ষক	সদস্য
১০	ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত আনছার ও ভিডিপি'র একজন মহিলা সদস্য	সদস্য
১১	ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত বাজার কমিটির সভাপতি অথবা একজন ব্যবসায়ী	সদস্য
১২	ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান কতৃক মনোনিত উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার (যদি থাকে) একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩	জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান মনোনিত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	ইউনিয়নে কর্মরত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
১৫	ইউনিয়নে কর্মরত ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর	সদস্য

গ. সরকারী আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা কি?

আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সরকারের নিকট থেকে আইনগত সহায়তা পাবেন-

- যে কোন অসচ্ছল ব্যক্তি, যার বার্ষিক গড় আয় সুপ্রিম কোর্টে আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) এবং অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার উর্দ্ধে নয়;
- কর্মে অক্ষম, আংশিক কর্মক্ষম, কর্মহীন কোন ব্যক্তি;
- বার্ষিক ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে আয় করতে অক্ষম এমন মুক্তিযোদ্ধা;
- কোন শ্রমিক যার বার্ষিক আয় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার উর্দ্ধে নয়;
- কোন শিশু;
- মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি;
- শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার কোন নারী ও শিশু;
- নিরাশ্রয় ব্যক্তি বা ভবঘুরে;
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি;

- পারিবারিক সহিংসতার শিকার অথবা সহিংসতার ঝুঁকিতে আছেন এমন কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি;
- বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তি;
- ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ মাতা;
- দুর্বৃত্ত দ্বারা এসিডদগ্ধ নারী বা শিশু;
- আদর্শ গ্রামে গ্রহ/ভূমি বরাদ্ধ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;
- অসচ্ছল বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা এবং দুঃস্থ মহিলা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
- আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে আদালতে অধিকার প্রতিষ্ঠা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অসমর্থ ব্যক্তি;
- বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অক্ষম;
- আদালত কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় ও অসচ্ছল বলে বিবেচিত ব্যক্তি;
- জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় ও অসচ্ছল বলে সুপারিশকৃত বা বিবেচিত কোন ব্যক্তি;

ঘ. আইনগত সেবাসমূহ কি কি ঃ

- আইনগত পরামর্শ প্রদান;
- বিনামূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ;
- মামল পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
- আইনজীবীর ফিস পরিশোধ;
- মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানি পরিশোধ;
- বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ;
- ডিএনএ (ডিঅক্সিরোবো নিউক্লিয়ার এসিড) টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ;
- ফৌজদারি মামলার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ;
- এছাড়া মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ।

যেসব মামলায় সরকারী আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়ঃ

দেওয়ানী মামলা	**ফৌজদারী মামলা**
• সম্পত্তি দখলপুনরুদ্ধার • দলিল বাতিল • স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা • সম্পত্তির বন্টন বা বাটেয়ারা • ঘোষণামূলক মামলা • চুক্তি সংক্রান্ত মামলা • চাকরিসহ যে কোন অধিকার সংশ্লিষ্ট মামলা • এছাড়া দেওয়ানী কার্যবিধিতে উল্লেখিত যে কোন অপরাধের মামলায়	• শারীরিক নির্যাতন • যৌতুক দাবী বা যৌতুকের জন্য নির্যাতন • এসিড নিক্ষেপ • পাচার সংক্রান্ত • অপহরণ • ধর্ষণ • আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক আটক বা গ্রেফতার • এছাড়া ফৌজদারী কার্যবিধি ও দন্ডবিধিতে উল্লেখিত যে কোন অপরাধের মামলায়

পারিবারিক মামলায়	অন্যান্য
• সন্তানের অভিভাবকত্ব • স্ত্রীর খোরপোষ ও সন্তানের ভরণ-পোষণ • বিবাহ-বিচ্ছেদ; • দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার; • দেনমোহর	উপরোল্লিখিত মামলা ছাড়াও যদি অন্য কোন কারনে বা বিষয়ে মামলার উদ্ভব হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও সরকারী আইন সহায়াতা পাওয়া যাবে।

ন্যাশনাল হেল্পলাইন ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির হটলাইন নম্বরঃ ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১৬৪৩০ এই নাম্বরে বাংলাদেশের যে কোন স্থান থেকে যে কোন ধরনের আইনগত পরামর্শ পেতে ছুটির দিন ব্যতিত সপ্তাহের রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত কল করে প্রয়োজনীয় তথ্য/পরামর্শ পেতে পারেন। এছাড়া জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির হটলাইন নম্বরেও কল করে যে কোন ধরনের আইনগত পরামর্শ পেতে ছুটির দিন ব্যতিত সপ্তাহের রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি গাজীপুর এর হটলাইন নম্বর- ০১৭৫৬-৫৬৬৮০১

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে সরাসরি যোগাযোগের ঠিকানাঃ জেলা জজ আদালত ভবন (নীচতলা, কক্ষ নং-১২৯), গাজীপুর।

উপজেলা ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির দায়িত্বঃ

- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখস্ত সংগ্রহ এবং তা দ্রুত জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ;
- আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বোর্ড, সংস্থা বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

রেফার ও নেটওয়ার্কিংঃ কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে দল, সংগঠন বা ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতিকেই নেটওয়ার্কিং বলে।

১. নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে

- প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- সেবা কেন্দ্রসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- ভূক্তভোগীদের/ উপকারভোগীদের সহায়তা দেয়া;
- ভূক্তভোগীদের/ উপকারভোগীদের ঠিকানা জানা;
- সেবা কেন্দ্রসমূহের ঠিকানা জানা;
- উপকারভোগীদের সেবা কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন ফরম জমা দিয়েছে কি'না তার তথ্য রাখা।

২. রেফারেলের এর ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যা করতে পারেনঃ

- কারো আইনগত সহায়তা প্রয়োজন আছে মনে হলে তাকে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির নিকট রেফার করা;
- কেউ অধিক সময় ধরে আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকলে তাকে সেবার জন্য আবেদনপত্রসহ জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির নিকট রেফার করা।

৩. রেজিষ্টার পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষন

রেফারেলের এর ক্ষেে প্রত্যেক উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে।রেজিষ্টারটি হচ্ছে আইনগত সহায়তার আবেদন রেজিষ্টার। উপজেলা বা ইউনিয়র কমিটি যে সকল আবেদন জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন সে সকল আবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই বেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতঃ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রবিধানমালা ৬ ও ১০ অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি তার একটি প্রতিবেদন ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর নিম্নলিখিত ফরমেটে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে।

- শেষ -